যুগান্তর

তারিখ 21 FEB 2010
পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ২

নোয়াখালীর ২৬৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শহীদ মিনার নেই

নোয়াখালী প্রতিনিধি

ভাষা আন্দোলনের ৫৮ বছর এবং স্বাধীনতার ৩৮ বছর পরও নোয়াখালী জিলা স্কুলসহ জেলার ২৬৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শহীদ মিনার নেই। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা মহান ভাষা আন্দোলন কিংবা অমর একুশে সম্পর্কে কিছুই জানে না। জেলা শিক্ষা দফতর সূত্র জানায়, নোয়াখালী জেলায় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক মিলিয়ে ২৮৫টি বিদ্যালয় এবং কামেল, ফাজিল ও আলেম মিলিয়ে ১৭৫টি মাদ্রাসা রয়েছে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও অমর একুশে ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবসকে সামনে রেখে স্থানীয় এক জরিপ থেকে জানা যায়, জেলার মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ২৮৫টির মধ্যে ১০৮টি এবং ১৭৫টি মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একটিতেও কোন শহীদ মিনার নেই। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলাপকালে তারা অমর একুশে, ভাষা আন্দোলন কিংবা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস সম্পর্কে কিছুই বলতে পারেনি। জেলা ও উপজেলা সদর ছাড়া গ্রামাঞ্চলের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একুশে ফেব্রুয়ারি বন্ধ থাকে। গ্রামাঞ্চলের যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শহীদ মিনার রয়েছে সেগুলোও অযত্ন-অবহেলায় পড়ে আছে। ২১ ফেব্রুয়ারি প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ থাকার কারণে এবং প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে দিবসটি পালন না করায় অধিকাংশ শহীদ মিনারে ২১ ফেব্রুয়ারি একটি ফুল দেয়ার কেউ থাকে না। কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শহীদ মিনারে স্থানীয় রাজনৈতিক দল ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান মাঝে মধ্যে ফুল দিয়ে থাকে। এসব প্রতিষ্ঠানে ভাষা আন্দোলন বা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে কোন আলোচনা সভাও হয় না। জেলার ১৭৫টি মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একটিতেও কোন শহীদ মিনার নেই।